দৈনিক ইনকিলাব 10

তারিখ 07 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

12৮

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার সমস্যা

ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা উপ-মহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে (শা'বান ১১৯৪ হিঃ) সর্বপ্রথম কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল তখন মাদ্রাসা-ই আলীয়ার যাবতীয় আসবাবপত্র; লাইব্রেরীর মূল্যবান কিতাবপত্র বোর্ডের যাবতীয় রেকর্ডপত্র এবং ইলিয়ট হোস্টেলের যাবতীয় আসবাবপত্রসহ ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায় স্নানান্তরের পর এটি লক্ষ্মীবাজারে স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী ও অধ্যক্ষ মকবুল আহমদের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে বক্শী বাজার এলাকায় মাদ্রাসার জন্য একটি প্রশস্ত ভূখণ্ড বরাদ্দ করা হয়। মাদ্রাসার দালান ও হোস্টেল নির্মাণ করার জন্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

১৯৫৮ সালের ১১ মার্চ মাদ্রাসা বিল্ডিং ও ছাত্রাবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। অবেশেষ ১৯৬১ সালে মাদ্রাসাটি লক্ষ্মীবাজার থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৎ, যোগ্য, আদর্শ নাগরিক এবং দেশবরেণ্য বড় বড় আলেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্মমানে মাদ্রাসার বহুবিধ সমস্যা থাকার কারণে মাদ্রাসাটির পূর্ব ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হতে যাচ্ছে। মাদ্রাসার বহুবিধ সমস্যা রয়েছে, তার মাঝে প্রধান সমস্যাগুলো হলোঃ

(ক) ছাত্রাবাসঃ মাদ্রাসার একটি মাত্র ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসটি তিনতলা বিশিষ্ট। সর্বমোট ৭১টি রুম রয়েছে। প্রতি রুমে ৪ জন করে মোট ৭১×৪=২৮৪ জন ছাত্রের সংকুলান হয়। বর্তমানে ছাত্রাবাসে চেয়ার, টেবিল ও খাটের অভাব রয়েছে। ফলে পড়া-লেখার দারুণ সমস্যা হচ্ছে। এখানে প্রতিবছরই গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শত শত ছাত্র দ্বীনী উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য বুকভরা আশা নিয়ে আসে। কিন্তু মাদ্রাসার হল সমস্যাসহ বিবিধ সমস্যা থাকার কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় খুব কমসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতে বাধ্য হন। এদিকে লক্ষ্য করলে ছাত্রদের জন্য আরও একটি নতুন ছাত্রাবাস তৈরী করা আশু প্রয়োজন। ছাত্রাবাসে একটি মসজিদ, খাবার ঘর ও অভ্যর্থনা ঘর আছে। কিন্তু এসব স্থানে পানি ও আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে।

(খ) শিক্ষক সমস্যাঃ ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা দেশের একটি সর্বোচ্চ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ। দেশের ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মাদ্রাসায় বর্তমানে ১৩টি পদে শিক্ষক নেই।

(গ) লাইব্রেরীঃ ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ভাষায় ত্রিশ হাজার এরও বেশী দুষ্প্রাপ্য —কিতাব/পুস্তক সংগৃহীত আছে। কিন্তু মাদ্রাসার এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সহকারী লাইব্রেরীয়ান বুক সর্টার এবং লাইব্রেরী বিয়ারারের অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তাই লাইব্রেরীর মহা মূল্যবান গ্রন্থসমূহের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অতিসত্বর একজন সহকারী লাইব্রেরীয়ান বুক সর্টার এবং লাইব্রেরী বিয়ারার নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।

(ঘ) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগঃ এক সময় এই বিভাগে প্রতিবছর পাঁচজন কামিল পাস মেধাবী ছাত্রকে গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই গবেষণা বৃত্তি ও তার কাজ সফলভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছর থেকে গবেষণা খাতে কোন সরকারী মঞ্জুরী নাই। ফলে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া বর্তমানে এই ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজগুলোতে গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে সরকারী মঞ্জুরী অব্যাহত রয়েছে। সে হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আলীয়ায় এ খাতে সরকারী মঞ্জুরী থাকাই যুক্তিসংঙ্গত। কারণ, এ মাদ্রাসা অন্য চার-পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কোন অংশে কম মর্যাদার অধিকারী নয়। তাঁরা কোন না কোন সময় এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিল, শিক্ষক ছিল ও অধ্যক্ষ ছিল। সুতরাং উক্ত খাতে সরকারী মঞ্জুরী পুনরায় চালু করা নিতান্তই প্রয়োজন। এতে করে ছাত্রদের লেখা-পড়ায় উৎসাহ বাড়বে এবং মাদ্রাসার এই ঐতিহ্যের ধারাটি অক্ষুণ্ন থাকবে।

(ঙ) মাদ্রাসা অডিটোরিয়ামঃ মাদ্রাসার নীচতলায় একটি প্রশস্ত মিলনায়তন আছে। এতে পাঁচশত ছাত্র বসার স্থান রয়েছে, কিন্তু মিলনায়তনে অনেক আসবাবপত্রের অভাব থাকার কারণে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(চ) মাদ্রাসার নামাজের হলে পানি সমস্যাঃ মাদ্রাসার তিনতলায় একটি প্রশস্ত নামাজের হল আছে। প্রায় সমসয়ই এখানে ওজুর পানি থাকে না, ফলে কষ্ট করে নীচতলা বা ছাত্রাবাস থেকে ওজু করে বিরতির সময় ছাত্ররা জোহরের নামাজ জামায়াতে আদায় করে। উল্লেখিত সমস্যাবলী ছাড়াও ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

আমরা আশা করি, মাননীয় সরকার দেশের একমাত্র সর্বোচ্চ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার সমস্যাবলী দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এ পর্যায়ে আমরা আরও একান্ত বিশ্বাস রাখি যে, মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়ন ও তার আদর্শ-ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিরলস প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারের আরো দৃষ্টি ও সাহায্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে পুরোপুরিই সক্ষম হবেন।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম ফারুকী।